প্রথম আলো

তারিখ 08 DEC 2005
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

কোচিং বাধ্যতামূলক অনেক বিদ্যালয়ে

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত অর্থ আদায়

বিশাল বাংলা ডেস্ক

২০০৬ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন স্কুল শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ উপেক্ষা করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে। কোনো কোনো স্কুলে কোচিং ফি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে সীমিত আয়ের অভিভাবকরা মারাত্মক সংকটে পড়েছেন। কোথাও কোথাও গরিব অসহায় অভিভাবকরা তাদের শেষ সম্বল হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল বিক্রি করে ছেলেমেয়েদের ফরম পূরণের টাকা জোগাড় করে দিচ্ছেন। ফরম পূরণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হলেও প্রশাসনের কোনো নজরদারি নেই। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক, অফিস ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

বরিশাল : শিক্ষা বোর্ড ফরম পূরণের জন্য ৭৪০ টাকা নির্ধারণ করলেও বিভিন্ন স্কুল ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ টাকা আদায় করছে। পাশাপাশি জিলা স্কুল, ব্যারিস্টি মিশন হাইস্কুল, এ ওয়াহেদ স্কুলসহ কয়েকটি স্কুল ২ হাজার ১০০ টাকা থেকে ২ হাজার ২০০ টাকা আদায় করছে।

জিলা স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়, বিজ্ঞান বিভাগে বোর্ড ফি ৬২৯ টাকা, কেন্দ্র ফি ১২০ টাকা, পিফন বাবদ ৬০ টাকা, তিনটি মডেল টেস্টের জন্য ৩০০ টাকা, স্মরণিকার জন্য ১০০ টাকা, শিক্ষা সফর বাবদ ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বেতন ও সেশন ফিসহ প্রতিটি ছাত্রকে মোট ২ হাজার ১৯৭ টাকা দিতে হবে। তবে বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগে কিছু কম ফি নেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া হিন্দু ছাত্রকে হিন্দু ধর্ম শিক্ষা বিষয়ের জন্য আরো ৪০ টাকা বেশি দিতে হচ্ছে। তবে জেলার অন্য সরকারি স্কুল, সরকারি বরিশাল বালিকা বিদ্যালয় ১ হাজার ২০০ টাকা থেকে ১ হাজার ৪০০ টাকা আদায় করছে।

জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, যেহেতু ফরম পূরণের পর ছাত্ররা শিক্ষকদের অধীনে থাকছে না, তাই তিনটি মডেল টেস্ট নেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষার খরচ ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ : শিক্ষা বোর্ড নিয়মিত পরীক্ষার্থীর ৫৫৫ টাকা, অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর ৬৩০ ও জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীর ৬৪৫ টাকা ফি নির্ধারণ করেছে। তবে নারায়ণগঞ্জের বেশির ভাগ স্কুলেই বোর্ড নির্ধারিত ফির তুলনায় অনেক বেশি অর্থ আদায় করা হচ্ছে। অনেক স্কুল তিন মাসের কোচিং ফি বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করছে। প্রতিমাসে ৩০০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত কোচিং ফি দিতে না চাইলে স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করতে দিচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শহরের আইইটি সরকারি হাইস্কুলে ২ হাজার ৮৫০ টাকা, নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ১ হাজার ২১১, নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুলে ২ হাজার ৬৬০, গণবিদ্যানিকেতনে ২ হাজার ৫০০, বার একাডেমি স্কুলে ১ হাজার ৬২৫, আমলাপাড়ার নারায়ণগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ২ হাজার ৫৯৫, পাগলা হাইস্কুলে ২ হাজার, দেলপাড়া হাইস্কুলে ৩ হাজার ও ফতুল্লা পাইলট হাইস্কুলে ১ হাজার ৯০৫ টাকা আদায় করা হচ্ছে। বাধ্যতামূলক কোচিং ফি আদায় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেছে, ভালো ফলের জন্য কোচিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

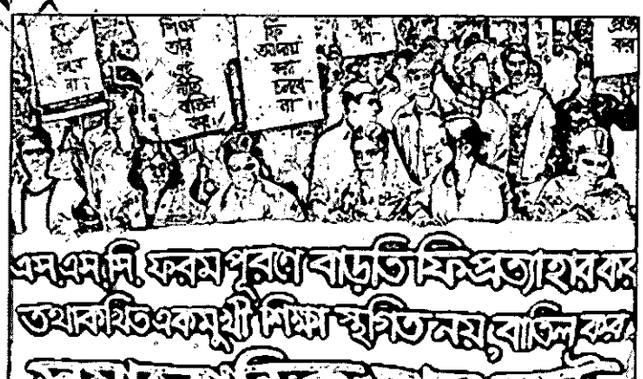

রংপুরের ডুলভলাতে এসএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণ বাবদ বাড়তি টাকা নেওয়ার প্রতিবাদে গতকাল জেলা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে —আলোকচিত্রী, রংপুর

এ ব্যাপারে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) আমীর হোসেন বলেন, যেসব স্কুল শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাবনা : শহরের সরকারি কৃষ্টপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুবাসা শিল জানান, বিজ্ঞান শাখায় বোর্ড ফি ৬১০ ও কেন্দ্র ফি ১৫৫ টাকাসহ মোট ফি ৭৬৫ টাকা। মানবিক ও বাণিজ্যে মোট ফি ৭১০ টাকা। তবে ওই স্কুলে বিজ্ঞানে ১ হাজার ৫০ এবং মানবিক ও বাণিজ্যে ৯৯০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। এ ছাড়া কোচিং ফি বাবদ অতিরিক্ত ৬০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। জিলা স্কুল বিজ্ঞান বিভাগে ১ হাজার ৭০, মানবিক ও বাণিজ্যে ৯৬০ টাকার সঙ্গে সব শাখায় কোচিং ফি বাবদ ১ হাজার ২০০ টাকা আদায় করছে।

বেসরকারি রাধারনগর মজুমদার একাডেমিতে বিজ্ঞানে ১ হাজার ৪৭০ টাকা, মানবিক ও বাণিজ্যে ১ হাজার ৩৭০ টাকার সঙ্গে উন্নয়ন খাতে ১০০ এবং সেশন চার্জ বাবদ ২০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। সেন্ট্রাল গার্লস হাইস্কুল বিজ্ঞানে ১ হাজার ৫৩৫ টাকা, মানবিক ও বাণিজ্যে ১ হাজার ৪৪৫ এবং কোচিং ফি ২০০ টাকা নিচ্ছে। ফজলুল হক উচ্চবিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে ১ হাজার ৪৮৫ এবং মানবিক ও বাণিজ্যে ১ হাজার ৩৪৫ টাকা আদায় করা হচ্ছে।

বিয়ানীবাজার (সিলেট) : উপজেলার ২৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১ হাজার ১৩০ জন ছাত্রছাত্রী এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। বোর্ড নির্ধারিত ফি ৫৫৫ টাকা হলেও স্কুলগুলো প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কোচিং ফিসহ ২ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, খলিল চৌধুরী আদর্শ বিদ্যানিকেতন ২ হাজার ৪৫ টাকার সঙ্গে ৫০০ টাকা কোচিং ফি, বড়দেশ ঘুংঘাদিয়া বালিকা বিদ্যালয় ১ হাজার ৯০০, জগদুপ মাধ্যমিক উচ্চবিদ্যালয় ১ হাজার ৮০০, দুবাগ ১ হাজার ৯০০, পঞ্চখণ্ড হর গোবিন্দ ১ হাজার ৮০০, বিয়ানীবাজার বালিকা বিদ্যালয় ১ হাজার ৮০০, মাখিউরা দ্বিপাক্ষিক বিদ্যালয় ১ হাজার ৯০০, কুড়ারবাজার ১ হাজার ৮০০ ও পূর্ব মুড়িয়া ১ হাজার ৯০০ টাকাসহ ২৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অতিরিক্ত ফি আদায় করছে।

একাধিক অভিভাবক অভিযোগ করেন, পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কেন্দ্র ফি, সেশন ফি নেওয়া ঠিক নয়। তা ছাড়া জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিন মাসের বেতন ও কোচিং ফি নেওয়ারও কোনো বৈধতা নেই। এতে গরিব ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার ফি যোগাতে সমস্যায় পড়ছে।

ভাণ্ডারিয়া (পিরোজপুর) : শিক্ষা বোর্ড বিজ্ঞান বিভাগে ৬১০, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ৫৫০ টাকা ফি নির্ধারণ করলেও সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলো তা মানছে না। উপজেলার বেশির ভাগ বিদ্যালয় ১ হাজার ৭০০ টাকা থেকে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছে। এ প্রতিযোগিতায় মাদ্রাসাও পিছিয়ে নেই।

গরিব অসহায় অভিভাবকরা তাদের শেষ সম্বল হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল বিক্রি করে ছেলেমেয়েদের ফরম পূরণের টাকা দিচ্ছেন। অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের কাছে ধরনা দিয়েও কোনো ফল পাচ্ছেন না।